শাসক বনাম আলিম

ঈমান ও সাহসের গল্প

বই | শাসক বনাম আলিম : ইমান ও সাহসের গল্প
সংকলক | আমীমুল ইহসান
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

শাসক বনাম আলিম

ঈমান ও সাহসের গল্প

আমীমুল ইহসান

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

শাসক বনাম আলিম : ইমান ও সাহসের গল্প

আমীমুল ইহসান

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি / অক্টোবর ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ২০৮ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের একমাত্র রব। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যাব। সালাত ও সালাম নাজিল হোক প্রিয় নবি ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

'যে ব্যক্তি মরুচারী যাযাবর জীবনযাপন করে, সে কঠিন চিত্তের অধিকারী হয়। যে শিকারের পিছু নেয়, সে গাফিল হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি শাসকের দরবারে উপস্থিত হয়, সে ফিতনায় আক্রান্ত হয়। আর যে ব্যক্তি শাসকের যত ঘনিষ্ঠ হবে, সে আল্লাহর কাছ থেকে তত দূরে সরে পড়বে।'[১]

উলামায়ে কিরাম হলেন নবিদের ওয়ারিস। তারাই দ্বীনের ধারক ও বাহক। যুগে যুগে তারাই দ্বীনের বিশুদ্ধতা রক্ষায় সংগ্রাম করেছেন। যখনই দ্বীনে ইসলামে কোনো ধরনের বিকৃতি অনুপ্রবেশ করতে চেয়েছে তারা রুখে দাঁড়িয়েছেন। জীবনের মায়াকে তুচ্ছজ্ঞান করে শাসকগোষ্ঠীর সামনে দাঁড়িয়ে হকের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আলিমদের মাধ্যমে দ্বীনের হিফাজত করেছেন। তবে সময়ের আবর্তনে এমন এক শ্রেণির নামধারী আলিমেরও আবির্ভাব ঘটেছে, যারা ইলমকে ব্যবহার করে রাজদরবারের নৈকট্য হাসিল করার প্রয়াস পেয়েছে। দুনিয়ার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও বিত্ত-বৈভবের লোভে পড়ে শাসকদের শরিয়াহ-বিরোধী কাজের বৈধতা দিয়েছে। আবার অনেক নামধারী আলিম দ্বীনি ইলমকে বিক্রি করে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করেছে।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন ﷺ বড়ই উত্তম কথা বলেছেন :

'প্রত্যেক আলিমই অনুসরণীয় নয়। আলিমরা তিন শ্রেণির : এক উলামায়ে মিল্লাহ (মিল্লাতের আলিম), উলামায়ে দাওলাহ (রাষ্ট্রের আলিম), উলামায়ে

১. সুনানুল বাইহাকি : ১০/১০১।

উম্মাহ (জাতির আলিম)।

উলামায়ে মিল্লাহ হলো তারা, যারা মিল্লাতে ইসলাম এবং আল্লাহর নাজিলকৃত শরিয়াহকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। এই ব্যাপারে দুনিয়াবি কোনো শক্তি বা স্বার্থের ধার ধারে না।

উলামায়ে দাওলাহ হলো, সেই সব আলিম, যারা সব সময় শাসকগোষ্ঠীর মেজাজ-মর্জির প্রতি লক্ষ রাখে। তারা নফসের তাড়নায় মাসয়ালা বর্ণনা করে, কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে; যাতে শাসকগোষ্ঠীর খেয়াল-খুশির অনুকূল হয়। এরাই হলো চরম ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রীয় উলামা।

আর উলামায়ে উম্মাহ জনগণের ঝোঁক ও প্রবণতার দিকে নজর রাখে। যদি তারা কোনো বস্তুকে বৈধ হিসেবে পেতে চায়, তাহলে তারাও সেই বস্তুটি বৈধ বলে ঘোষণা করে। আর তারা যদি সেটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষে থাকে, তারাও সেটিকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়। তারা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে এদিক-ওদিক করে মানুষের খেয়াল-খুশির অনুগত বানায়।'

প্রিয় পাঠক,

শতাব্দীর পথপরিক্রমায় উলামায়ে দাওলাহ ও উলামায়ে উম্মাহ পৃথিবীতে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। আর উলামায়ে মিল্লাহ যারা, তারা অমর হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়। শতাব্দীর দেয়ালে সাঁটা তাদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার। তাদের ত্যাগ, সাধনা ও কুরবানির বিনিময়ে আজ দেড় হাজার বছর পেরিয়ে পৃথিবীতে আলো ছড়াচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ বাণী। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, বাতিলের হাজারো ঝড়ঝাপটার বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা জ্বালিয়ে রেখেছেন দ্বীনের পিদিম। আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুসলিম জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের এই ত্যাগ ও কুরবানিকে কবুল করুন। জান্নাতে তাদের মর্যাদাকে আরও উন্নত করুন।

প্রিয় পাঠক,

আপনার হাতের বইটি অধমের পক্ষ থেকে একটি ছোট্ট হাদিয়া। আমাদের পূর্বসূরি আমাদের গৌরব আমাদের রাহবার কতিপয় সংগ্রামী উলামায়ে

কিরামের সংগ্রামমুখর জীবনের একটি বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ছোট্ট পুস্তিকায়। সেই দিকটি হলো, জালিম শাসকদের ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান ও কর্মনীতি।

ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে আমরা নির্বাচিত কয়েকজন উলামায়ে কিরামের এমন অবিস্মরণীয় কিছু কাহিনি এখানে তুলে ধরেছি। বইটি মৌলিক কোনো রচনা নয়। শাইখ উমর আব্দুল হাকিমের বাইনা হাকিমিন ও আলিমিন নামক একটি ছোট্ট আরবি রিসালাহকে সামনে রেখেই বইটি সংকলন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা নতুন অনেক ঘটনা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যুক্ত করেছি। কোথাও কোথাও ঘটনাগুলোকে পরিমার্জিত করেছি।

আশা করি, ইতিহাসের অনালোচিত অধ্যায়ের এই টুকরো টুকরো পরিচ্ছেদগুলো আপনাকে একটি নতুন উপলব্ধির মুখোমুখি করবে। একজন আলিম হিসেবে, একজন তালিবে ইলম হিসেবে বর্তমান সময়ের শাসকদের ব্যাপারে আপনার অবস্থান ও কর্মনীতি কেমন হওয়া উচিত তার ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আপনার সামনে ফুটে উঠবে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো ধরনের পরামর্শ, সংশোধনী ও সমালোচনা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের এই টুটাফাটা আমলকে নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নেন, আমাদের সবার অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করেন এবং আমাদের এই দুর্বল মেহনতকে আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন।

দুআ কামনায়
'আমীমুল ইহসান'
২৭ আগস্ট, ২০২২ ইসায়ি

সূচিপত্র

হাজ্জাজ ও আসমা বিনতে আবু বকর ﵂ | ১৩

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও হুতাইত জাইয়াত ﵀ | ১৭

হাজ্জাজ ও সাইদ বিন জুবাইর ﵀ | ১৯

হাজ্জাজ ও হাসান বসরি ﵀ | ২৭

উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী ও সাইদ বিন মুসাইয়িব ﵀ | ৩৬

হাজ্জাজ ও ইবরাহিম বিন ইয়াজিদ আত-তাইমি ﵀ | ৪৭

হিশাম বিন আব্দুল মালিক ও সালিম বিন আব্দুল্লাহ ﵀ | ৪৯

হিশাম বিন আব্দুল মালিক ও ইমাম আমাশ ﵀ | ৫১

উমাইয়া শাসকবর্গ ও তাউস আল-ইয়ামানি ﵀ | ৫৩

আবু জাফর মানসুর ও ইবনে তাউস ﵀ | ৬৩

খলিফা আব্দুল মালিক ও আতা বিন আবি রাবাহ ﵀ | ৬৫

সাফওয়ান জুহরি ﵀ ও সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক | ৭০

আবু জাফর মানসুর ও ইবনে আবি জিব ﵀ | ৭২

আবু জাফর মানসুর ও ইমাম আবু হানিফা ﵀ | ৭৫

আবু জাফর মানসুর ও ইমাম আবু হানিফা ﵀ | ৭৭

আবু জাফর মানসুর ও ইমাম আওজায়ি ﵀ | ৮১
আব্দুল্লাহ বিন আলি ও ইমাম আওজায়ি ﵀ | ৮৩
আবু জাফর মানসুর ও আমর বিন উবাইদ ﵀ | ৮৬
আবু জাফর মানসুর ও ইমাম জাফর সাদিক ﵀ | ৮৮
আবু জাফর মানসুর ও সুফইয়ান বিন হুসাইন ﵀ | ৯১
ইসহাক বিন ইবরাহিম ও আফফান বিন মুসলিম ﵀ | ৯৩
আল-মামুন ও ইমাম আহমাদ ﵀ | ৯৫
মুতাসিম বিল্লাহ ও ইমাম আহমাদ ﵀ | ৯৮
আল-ওয়াসিক বিল্লাহর দরবারে জনৈক বৃদ্ধ | ১০২
জাফর মুতাওয়াক্কিল ও ইমাম আহমাদ ﵀ | ১০৫
খলিফা আল-মাহদি ও সুফইয়ান সাওরি ﵀ | ১০৯
খলিফা মাহদি ও সুফইয়ান সাওরি ﵀ | ১১১
আস-সালিহ ইসমাইল ও ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম ﵀ | ১১৫
মামলুক আমির ও ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম ﵀ | ১১৯
মিসরের ফাতিমি আমিরগণ ও ইবনুল হুতাইআ ﵀ | ১২১
আজ-জাহির বাইবার্স ও ইমাম নববি ﵀ | ১২৩
আব্দুর রহমান নাসির ও মুনজির বিন সাইদ ﵀ | ১২৫

গাজানের দরবারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ | ১৩০
আইয়ুবি শাসকদের দরবারে আব্দুল্লাহ ইউনিনি ﷺ | ১৩৪
হারুনুর রশিদ ও ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ | ১৩৬
আব্দুর রহমান বিন খালিদ ও আবু হাজিম ﷺ | ১৪০
উবাইদি শাসকদের দরবারে ইবনুন নাবলুসি ﷺ | ১৪১
উবাইদি শাসকদের দরবারে ইমাম ইবনুল হুবুলি ﷺ | ১৪২
খলিফা নাসির ও আব্দুল মুগিস বিন জুহাইর ﷺ | ১৪৪

হাজ্জাজ ও আসমা বিনতে আবু বকর ﵂

আসমা বিনতে আবু বকর ﵂ একজন প্রখ্যাত সাহাবিয়া। তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক ﵁-এর কন্যা। ইসলামের প্রথম যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ইসলামের প্রতি তাঁর হৃদয়ে ছিল অগাধ ভালোবাসা। তাঁর উপাধি জাতুন নিতাকাইন বা দুই ফিতাওয়ালি। এই উপাধির নেপথ্যে লুকিয়ে আছে একটি সুন্দর ইতিহাস। সেই সোনালি গল্পটি শুনুন আসমারই জবানিতে।

আসমা ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ও আমার আব্বু আবু বকর যখন মদিনা যাওয়ার মনস্থ করেন, আমি তাঁদের জন্য সফরের খাবার তৈরি করি। তারপর আব্বুকে বলি, "খাবারের পুটলির মুখ বাঁধার জন্য তো কিছুই পাচ্ছি না। আমার এই কোমর বাঁধার ফিতা ছাড়া কিছুই নেই ঘরে।" তিনি বলেন, "তাহলে সেটিই দুটুকরো করো।" আমি তা-ই করি। তখন থেকে আমার নাম হয়ে যায় জাতুন নিতাকাইন বা দুই ফিতাওয়ালি।'[২]

আসমা বিনতে আবু বকর ﵂ ছিলেন একজন সাহসী নারী। হকের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অটল-অবিচল। কোনো ক্ষমতাধর শাসককেও তিনি পরোয়া করতেন না। আজ আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর ইমান, সাহস ও দৃঢ়তার একটি ছোট্ট দাস্তান আপনাদের শোনাব।

পিতার ইনতিকালের পর ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া যখন সিংহাসনে বসে, আসমা বিনতে আবু বকরের ছেলে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵁ তার বিরোধিতা করেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তার ছেলে (দ্বিতীয়) মুআবিয়াকে সরিয়ে মারওয়ান বিন হাকাম ক্ষমতার মসনদে বসে। তখন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের

২. সহিহুল বুখারি : ২৯৭৯।

কর্তৃত্ব বিশালাকার ধারণ করে। হেজাজ, ইয়েমেন, খোরাসান এবং ইরাকেরও কিছু অংশ তাঁর শাসনাধীন হয়। মারওয়ান বিন হাকামের মৃত্যুর পর তার ছেলে আব্দুল মালিক ক্ষমতায় আসে। তিনি শামবাসীদের বলেন, 'ইবনে জুবাইরের হাত থেকে আমাকে কে বাঁচাবে?' হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বলে, 'ইবনে জুবাইরকে আমি দেখে নেব, হে আমিরুল মুমিনিন!'

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইবনে জুবাইর ﷺ-কে প্রায় সাত মাস কাবাগৃহে অবরোধ করে রাখে। এই হতভাগার দুঃসাহস দেখুন! সে মিনজানিক দিয়ে আল্লাহর ঘরে পাথর নিক্ষেপ করে। তীব্র পাথর বর্ষণে টিকতে না পেরে ইবনে জুবাইর ﷺ-এর সাথিরা তাঁকে ছেড়ে সরে পড়ে। একাকী ইবনে জুবাইর ﷺ তাঁর মায়ের কাছে যান। মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, 'আমার মা, আমাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে—এমনকি আমার পরিবার ও সন্তানরাও! অল্প কজন সাথি আমার সঙ্গে আছে। ওরা বলছে, "দুনিয়ার যা-ই আমি চাই আমাকে দেওয়া হবে।" (তিনি বোঝাতে চাইছেন, বনু উমাইয়া তাঁর সাথে দর-কষাকষি করছে; যেন তিনি খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন) আপনার মতামত কী?'

মহীয়সী মা আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ তাঁকে বলেন, 'আমার ছেলে, তোমার ব্যাপারে তুমিই ভালো জানো। তুমি যদি মনে করো, তুমি হকের ওপর আছ, তাহলে এগিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে যারা নিহত হয়েছেন, তারাও হকের ওপর নিহত হয়েছেন। আর দুনিয়ার লোভে যদি এসব করে থাকো, তবে কত নিকৃষ্ট মানুষ তুমি!—তুমি নিজেকে তো ধ্বংস করেছ, তোমার সাথিদেরও বরবাদ করেছ। আর যদি বলো, "আমি হকের ওপর আছি; আমার সাথিরা আমাকে ছেড়ে গেছে।" তবে এটি কোনো মহৎ ও পৌরুষদীপ্ত মানুষের কাজ নয়। দুনিয়াতে তো আর চিরদিন থাকতে পারবে না। শাহাদাতই তোমার জন্য কল্যাণকর!'

ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, 'মা, আমি ভয় করছি, তারা আমাকে হত্যা করে আমার লাশ বিকৃত করবে।'

মা উত্তর দেন, 'বকরি জবাই করার পর তার চামড়া তুলে ফেললে তাতে এমন কী আর আসে যায়?!'

ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, 'এটিই আমার সিদ্ধান্ত, যা শুরু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমি খোলাখুলি করে আসছি। আমি দুনিয়ার সামনে কখনো মাথানত করিনি এবং দুনিয়ার স্বার্থেও আমি এই পথে বের হইনি। আল্লাহর জন্যই আমার এই ক্রোধ ও শত্রুতা এবং আল্লাহর হুকুমের অমর্যাদা হয়েছে বলেই আমি বসে থাকতে পারিনি। আমি আপনার মতামত শোনাকে কল্যাণকর মনে করেছি। আপনার এই মূল্যবান কথাগুলো আমার বসিরত ও অন্তর্দৃষ্টিকে আরও শানিত ও সম্প্রসারিত করেছে। আজ আমি শহিদ হতে যাচ্ছি। আপনি সবর করবেন।'

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান। হাজ্জাজ তাঁর মাথা কেটে আব্দুল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তারপর হাজ্জাজ আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ-কে তলব করে। তিনি তার কাছে যেতে অস্বীকার করেন। হাজ্জাজ খবর পাঠায়, 'তাঁকে আসতে বলো, নইলে আমি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসব।'

আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ সাফ জানিয়ে দেন, 'আল্লাহর কসম, আমি যাব না, যতক্ষণ না সে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নেওয়ার জন্য কাউকে পাঠায়!'

তারপর হাজ্জাজ নিজে আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে আসে। তাঁকে বলে :

- তোমার ছেলে হারামের বেইজ্জতি করেছে!
- তুমি মিথ্যা বলছ হে হাজ্জাজ! আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর হিজরতের পর মদিনায় জন্মগ্রহণ-করা প্রথম শিশু। তাঁর জন্মে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ আনন্দিত হয়েছিলেন; নিজ হাতে তিনি তাঁর তাহনিক[৩] করেছিলেন। মুসলিমরা খুশিতে সেদিন এত জোরে তাকবিরধ্বনি করেছিলেন যে, পুরো মদিনা কেঁপে উঠেছিল। আর আজ তুমি আর তোমার সাথিরা তাঁর মৃত্যুতে আনন্দ করছ!? তাঁর জন্মে যাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন, তাঁরা

৩. তাহনিক হচ্ছে, খেজুর বা খেজুরজাতীয় কিছু চিবিয়ে শিশুর তালুতে ঘষে দেওয়া। খেজুর ভিন্ন অন্য মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করলেও সুন্নাত আদায় হবে। তবে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা উত্তম। (ইমাম নববি কৃত শরহে মুসলিম : ১৪/ ১২৪)

ওইসব লোকের চেয়ে অনেক উত্তম, যারা আজ তাঁর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করছে।

তিনি হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে আরও বলেন :

- সে সত্তার কসম—যিনি মুহাম্মাদকে সত্য দ্বীন সহযোগে প্রেরণ করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'সাকিফ গোত্র থেকে একজন মিথ্যুক এবং একজন জল্লাদ বের হবে।'[৪] মিথ্যুক কে সেটা আমরা জেনেছি—সে হলো মুখতার আস-সাকাফি। আর জল্লাদ? আমি মনে করি, তুমি ছাড়া সেই জল্লাদ আর কেউ নয়।

হাজ্জাজ একজন মহিলার সামনে আর ঠোঁটদুটো নাড়াতেও পারেনি। সবকিছু চুপচাপ শুনে বেরিয়ে যায়—আর কখনো তাঁর কাছে সে আসেনি।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ-কে বলা হয়, 'আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ মসজিদের কোনায় আছেন।' তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আমার মা, মৃতদেহ মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আসল হলো রুহ। রুহ আল্লাহর কাছেই চলে যায়। আপনি সবর করুন।' তিনি উত্তর দেন, 'আমি কেন সবর করব না? আল্লাহর নবি ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়ার খণ্ডিত মস্তক বনু ইসরাইলের জনৈক বেশ্যা নারীকে উপহার দেওয়া হয়েছিল।' তারপর তিনি তাঁর সেই প্রসিদ্ধ মন্তব্যটি করেন :

أَمَا آنَ لِهَذَا الْفَارِسِ أَنْ يَتَرَجَّلَ

'এই অশ্বারোহীর কি নেমে আসার সময় এখনো হয়নি?'

হাজ্জাজের কানে এই মন্তব্য পৌঁছলে সে খুবই লজ্জিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরকে শূল থেকে নামিয়ে দেয়। তারপর মহীয়সী আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ ছেলের লাশটিকে গোসল দেন এবং যথারীতি দাফন করেন।

৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৪৫।